



সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫৭  
WEEKLY BOOKLET: 457

আমীরে আহলে সুন্নাত **إمامت بركة الأئمة** এর কিতাব  
“কথাবার্তার আদব” থেকে চতুর্থ অংশের নাম করণ

# অনর্থক কথা থেকে বাঁচার ফযিলত

আল্লাহ পাকের নিকট অনর্থক কথা অপছন্দনীয়	০৩
মানুষের সৌন্দর্য কী?	০৭
বলা ও চূপ থাকার দুই প্রকার	১৬
শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার	১৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,  
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্রার কাদেরী রযবী

www.azhar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّنَ ط  
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

## অনর্থক কথা থেকে বাঁচার ফযিলত (১)

আভারের দোয়া: ইয়া রব্বের মুস্তফা! যেই কেউ এই পুস্তিকা “অনর্থক কথা থেকে বাঁচার ফযিলত” পড়ে বা শুনে নিবে তাকে অনর্থক বিষয়াদি থেকে বাঁচাও, নেককার বানাও এবং বারবার হজ্ব ও মদীনার যিয়ারত করার সৌভাগ্য দান করো।  
 اٰمِيْنَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ।

### অধিকহাৱে দরুদ শরীফ পড়া কাজে এসে গেলো:

হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার মরহুম প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? সে বলল, আমি মারাত্মক বিপদে পতিত হয়েছিলাম, মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জবাবও আমি দিতে পারছিলাম না, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, সম্ভবত আমার ঈমানের উপর পরিসমাপ্তি হয়নি, ঠিক এমন সময় আওয়াজ আসলো, দুনিয়াতে জিহ্বাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করার কারণে তোমাকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, এবার আযাবের ফেরেশতা আমার দিকে অগ্রসর হলো। ঠিক এমন সময় খুব সুন্দর আকৃতির এক উন্নত সুবাসিত লোক আমার এবং

১. এই বিষয়টি আমিৱে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর কিতাব “কথা বলার আদব” এর ৫১ - ৬৭ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

আযাবের মধ্যখানে প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো এবং তিনি আমাকে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জবাব মনে করিয়ে দিলেন এবং আমি সেভাবে জবাব দিলাম **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** আযাব আমার থেকে দূরীভূত হয়ে গেলো। আমি ওই বুয়ুর্গকে আরয করলাম: আল্লাহ পাক আপনার প্রতি দয়া করুক, আপনি কে? বললেন: তোমার অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ার বরকতে আমি সৃষ্টি হয়েছি এবং আমাকে তোমার প্রতিটি মুসিবতের সময় সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। (আল কাওলুল বদী, পৃ: ২৬০)

ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آگیا

آپ کا نام نامی اے صلّی

আপকা নামে নামী আয় সাল্লে আলা হার জাগাহ হার মুসিবত মে কাম আ গোয়া

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুর্ভাগ্যবশত আজকাল চুপ থাকা লোক খুব কম পাওয়া যায়, কারো কারো জিহ্বা তো সারাদিন চলে, শুধুমাত্র ঘুমানোর সময় জিহ্বা কিছুটা বিশ্রাম পেয়ে থাকে হয়তো, আর কেউ কেউ তো ঘুমের মধ্যেও কথা বলতে থাকে, যে বেশি কথা বলে কখনো কখনো তার মুখ দিয়ে মিথ্যাও বের হতে পারে, গীবতও হতে পারে, চুগলীও করে বসতে পারে, গোপন রহস্যও ফাঁস করে দিতে পারে, অন্তরে আঘাতও দিতে পারে, মানুষের প্রতিটি কথা কে কেঁচির মতো কাটতে থাকার কারণে নিজের সম্মানও নষ্ট হতে পারে, বারংবার এমনও হয়ে থাকে যে, কথা বলে লজ্জিত হতে হয়। অতঃপর বাচাল ব্যক্তির বকবক করার কারণে অন্যরাও বিরক্ত হয়, মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। মোটকথা অধিক কথা বলার কারণে অসংখ্য ক্ষতি হয়। এজন্যই তো কেউ বলেছেন

যে, কথা না বলার মধ্যে নয়টি গুণ অর্থাৎ কথা না বলার মধ্যে নয়টি সৌন্দর্য্য, কারণ চুপ থাকা ব্যক্তি অনেক বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে নিরাপদ রাখুক এবং জিহ্বার বিপদ থেকে রক্ষা করুক।

أَمِينَ بِجَاءِ حَاتِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

## আল্লাহ পাকের নিকট অনর্থক কথা অপছন্দনীয়:

আল্লাহ পাকের নিকট অনর্থক কথা অপছন্দনীয়, আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমের ১৮নং পারার সূরা আল মুমিনুনের ৩নং আয়াতে অহেতুক কথার ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

(পারা: ১৮, আল মুমিনুন, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করে না।

## আয়াতে মুবারাকার তাফসীর:

এই আয়াতে মুবারাকায় সফলতা অর্জনকারী মুমিনদের অন্যান্য সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যেক ওই অনর্থক ও বাতুলতা থেকে বাঁচতে থাকে। এই আয়াতে মুবারাকায় “لُغْوٌ” এর উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে তাফসীরে সীরাতুল জিনান ৬ষ্ঠ খন্ড ৪৯৯ থেকে ৫০১ পৃষ্ঠায় রয়েছে, আল্লামা আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: لُغْوٌ দ্বারা প্রত্যেক ওই কথা ও কাজ এবং অপছন্দনীয় মুবাহ কাজ উদ্দেশ্য, যেগুলো মুসলমানের দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন উপকারে আসে না, যেমন: হাসি-ঠাট্টা কৌতুক, অনর্থক (অর্থাৎ অহেতুক) কথাবার্তা, খেল-তামাশা, অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করা, যৌন চাহিদা পূরণের কাজে লেগেই থাকা ইত্যাদি

ওই সমস্ত কাজ যেগুলো আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন। সারাংশ হলো মুসলমানকে নিজের আখিরাতের কল্যাণের জন্য নেক কাজ করার মধ্যে ব্যস্ত থাকা উচিত অথবা সে তার জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে হালাল সম্পদ কামানোর চেষ্টায় লেগে থাকবে।

(তফসীরে সাভী, পারা ১৮, আল মুমিনুন, আয়াত: ৩, ৪/১৩৫৬, ১৩৫৭)

## অনর্থক কথা থেকে বাঁচার উৎসাহ:

হাদিস শরীফের মধ্যেও অনর্থক ও অহেতুক কাজ থেকে বাঁচার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: মানুষের ইসলামের ভালো গুণের মধ্যে থেকে একটি গুণ হলো অনর্থক বিষয় বাদ দেওয়া। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক ২/৪০৩, হাদিস: ১৭১৮) অর্থাৎ যে জিনিস উপকারী নয় তার মধ্যে না পড়া। জিহ্বা, অন্তর এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে অহেতুক কাজের দিকে মনোনিবেশ না করা। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫২০, ১৬ অংশ)

## মুক্তি কী?

হযরত উকবা বিন আমের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খেদমতে হাযির হলাম এবং আরয করলাম, মুক্তি কী? ইরশাদ করলেন, নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রনে রাখো এবং তোমার ঘর তোমার জন্য সংকুলানে রাখো অর্থাৎ অহেতুক এদিক সেদিক যেও না এবং নিজের গোনাহের উপর অশ্রু প্রবাহিত করো। (তিরমীযি, ৪/১৮২, হাদিস: ২৪১৪)

## জিহ্বাকে হেফায়ত করার প্রয়োজন এবং এর উপকার ও ক্ষতি:

মনে রাখবেন! জিহ্বাকে হেফায়ত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনর্থক ও অহেতুক বিষয় থেকে সেটাকে বিরত রাখা খুবই আবশ্যিক কারণ অধিক অবাধ্যতা এবং সবচেয়ে অধিক ফাসাদ ও ক্ষতি এই জিহ্বার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে উন্মুক্ত ছেড়ে দেয় এবং সেটার লাগাম টিলেঢালা ছেড়ে দেয় তখন শয়তান সেটা ধ্বংসে ফেলে দেয়। জিহ্বাকে হেফায়ত করার একটা উপকার এটাও যে, এর দ্বারা নেক আমলেরও হেফায়ত হয় বরং সব সময় কথাবার্তার মধ্যে লেগে থাকলে এমন ব্যক্তি মানুষের গীবতের মধ্যে পতিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে না। অনুরূপভাবে এর দ্বারা কুফরী বাক্য বের হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ RISK থাকে এবং এই দুইটা এমন আমল যেটার মাধ্যমে বান্দার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়।

## খেজুরের থাল (ঘটনা)

হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কাছে কোন এক ব্যক্তি বলল: অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। এটা শুনে তিনি গীবতকারী লোকটিকে খেজুরের থাল পূর্ণ করে পাঠালেন এবং সাথে এই কথাও বলে পাঠালেন, শুনেছি তুমি নাকি আমাকে তোমার নেকী হাদিয়া অর্থাৎ GIFT করেছো, সুতরাং আমি সেটার বদলা দেওয়াটা উত্তম মনে করলাম, এই কারণে খেজুরের থাল আপনার জন্য পেশ করলাম। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬৫)

## লোকেরা কখনো যেন তোমার দাত ভেঙ্গে না দেয়:

আর দ্বিতীয় উপকার হলো, জিহ্বা হেফায়ত করার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। অতঃপর হযরত সুফিয়ান সাওরী

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: জিহ্বা থেকে এমন কথা বের করো না যেটা শুনে মানুষ তোমার দাত ভেঙ্গে দেয় এবং আরেক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের জিহ্বাকে লাগামহীন ছেড়ে দিওনা যাতে সে তোমাকে কোন ফাসাদে লিপ্ত করে না দেয়। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬৬)

## এক অনর্থক প্রশ্নের অনন্য শাস্তি (ঘটনা):

এছাড়া জিহ্বা হেফায়ত না করার একটি ক্ষতি এটাও যে, বান্দা নাজায়েয ও হারাম, অনর্থক এবং বেকার বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় আর নিজের জীবনের মূল্যবান জিনিস “সময়” কে নষ্ট করে দেয়, হযরত হাস্‌সান বিন সিনান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি একটি বালাখানা অর্থাৎ(ঘরের ছাদের উপর নির্মিত কক্ষ) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন সেটার মালিকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: এই বালাখানা তৈরি করতে তোমার কতদিন সময় লেগেছে? এই প্রশ্নটি করার পর তাঁর অন্তরে মারাত্মক অনুশোচনা (লজ্জিত) হলো এবং নফসকে সম্বোধন করে বললেন: হে অহংকারী নফস! তুমি অনর্থক এবং অহেতুক প্রশ্নের মধ্যে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছো, এরপর এই অনর্থক প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ তিনি এক বছর রোযা রাখলেন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬৫)

## জাহান্নামের আযাব কেউ সহ্য করতে পারবে না:

আর দ্বিতীয় ক্ষতি হলো, নাজায়েয ও হারাম কথাবার্তার কারণে মানুষ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের বেদনাদায়ক আযাবে পতিত হতে পারে, যেটা সহ্য করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং নিরাপদ এটাতেই যে, বান্দা নিজের জিহ্বাকে হেফায়ত করবে এবং এটাকে ওই সকল বিষয়ে

ব্যবহার করবে যেটা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার দিবে। আল্লাহ পাক সকল মুসলমানের জিহ্বাকে হেফাযত ও সংযত করার তাওফিক দান করুক। (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১৮, আল মুমিনুন, আয়াত: ৩, ৬/৪৯৯-৫০১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## ভারী আমল:

হযরত সাযিয়্যদুনা আবু যর গিফারী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে এমন এক আমলের কথা বলব না যা জিহ্বায় হালকা এবং মীযানে (SCALE) ভারী? আমি আরয করলাম, কেন নয়। ইরশাদ করলেন: সেটা হলো চুপ থাকা, সুন্দও চরিত্র এবং অহেতুক কথা ছেড়ে দেওয়া। (আস সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া মায়্যা মাওসুয়া, ৭/৮৭, হাদিস: ১১২)

## মানুষের সৌন্দর্য কী?

আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর প্রিয় চাচা জান হযরত আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেছেন, তোমার সৌন্দর্য্যতা আমাকে আশ্চর্য্য করেছে। হযরত সাযিয়্যদুনা আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আরয করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! মানুষের সৌন্দর্য্য কী? তিনি ইরশাদ করলেন: তার জিহ্বা। (আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃ: ২৪১)

## আকা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নসীহত:

জান্নাতের যুবকদের সর্দার, সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বর্ণনা করছেন, আমি আমার নানা জানকে সাহাবায়ে

কেরামদেরকে যে নসীহত করতে শুনেছি তন্মধ্য হতে একটা এটাও, সুসংবাদ তার জন্য যে অনর্থক কথা থেকে বিরত রয়েছে।

(হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৩৬, হাদিস: ৩৮১৭)

## দোয়ায়ে মুস্তাফা:

হযরত আনাস ইবনে মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করছেন, হযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তিনবার এই কথা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তার উপর দয়া করুক, যে কথা বলে তো সাওয়াব পায় এবং চুপ থাকে তো নিরাপদ থাকে। (শুয়াবুল ইমান, ৪/২৪১, হাদিস: ৪৯৩৮)

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ      ❀❀❀      صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

## আল্লাহ পাকের দয়ার দৃষ্টি ফিরে যাওয়ার আলামত:

ইমাম হাসান বসরী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ বলেন: বান্দার অহেতুক কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া এই কথারই আলামত (অর্থাৎ নিদর্শন) যে, আল্লাহ পাক তার থেকে দয়ার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন।

(আত তামহীদ লিইবনে আব্দুল বার, ৪/১৭৯)

## অহেতুক আলাপকারীর গুনাহ সবচেয়ে বেশি:

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করছেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক গুনাহ ওই ব্যক্তির হবে যে সবচেয়ে বেশি অহেতুক আলাপ করে। (জামে সগীর, পৃ: ৮৬, হাদিস: ১৩৮৬)

**হাদিসের ব্যাখ্যা:** এজন্য যে, যে বেশি কথা বলে তার মাঝে অহেতুক এবং শরয়ী বিরোধী কথা বেশি হবে, সুতরাং শরয়ী বিরোধী কথার দ্বারা তার গুনাহ বৃদ্ধি পাবে এবং সেদিকে তার মনোনিবেশও হবে না।

(আত তায়সীর শরহে জামে সগীর, ১/২০০, ফতোওয়ায়ে রযতীয়া, ২৮/৬৪৫)

## হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফার উত্তম আলোচনা:

আসুন! এই রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী সাহাবীয়ে নবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا এর মুবারক জীবনী শুনি। তাঁর নাম: আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা এবং উপনাম: আবু মুয়াবিয়া।

## যাকাত দাতার জন্য দোয়া:

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করছেন: নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খেদমতে আমার পিতা (আবি আউফা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) যাকাত নিয়ে হাযির হলেন, তখন তিনি صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই দোয়া দিলেন: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى** অর্থাৎ হে আল্লাহ! আবু আউফার পরিবারের উপর দয়া করো। (বুখারী, ১/৫০৪, হাদিস: ১৪৯৭)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: হযরত আব্দুল্লাহ গর্ববোধ করে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছিলেন যে, হযুর পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দোয়া আমার বাবা ও আমার পরিবার পেয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে ٱ শব্দটি অতিরিক্ত তবে বাস্তব হলো এটাই যে, ٱ তার নিজস্ব অর্থেই রয়েছে। হযুর পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শুধুমাত্র ওই সমস্ত লোকদেরকেও নয় বরং তার সন্তান-সন্ততি পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য দোয়া করলেন।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৩/১১)

## নবীর সাহাবীর সাথে ইমাম আবু হানিফার সাক্ষাত:

মিরআতে রয়েছে হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا কুফাতে ৮৭ হিজরীতে ওফাত লাভ করা সর্বশেষ সাহাবী। তিনি ওই সকল সাহাবীদের মধ্যে হতে যাদের সাথে হযরত ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাক্ষাত হয় কারন তাঁর ওফাতের সময় ইমামে আযমের বয়স ছিল ৭ বছর (আর কারো কারো মতে ১৭ বছর)। (নুজহাতুল ক্বারী, ১/৭০, মিরাতুল মানাজীহ, ৫/৩৮২) আল্লাহ পাকের রহমত তাদের উপর হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

## অনর্থক কথা কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “ইহইয়াউল উলুম” এ বলেন: যদি একটি কালিমা (অর্থাৎ শব্দ) থেকে এর (আলাপকারীর) উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে তাহলে সে যদি দুইটি কালিমা (অর্থাৎ দুই শব্দ) ব্যবহার করে তবে দ্বিতীয় বাক্য অনর্থক অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক হয়ে গেলো।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৪১)

যদি একটি শব্দ দ্বারা কাজ না হয় তবে এরূপ পরিস্থিতিতে দুই বা প্রয়োজন অনুসারে যত বাক্যই বলবে তা অনর্থক হবে না যে সকল জিনিসে ক্ষতি রয়েছে এবং জিজ্ঞাসা ও আযাব রয়েছে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের বিবেকের চাহিদা কিন্তু যে সকল কথা এমন যেগুলোর মাধ্যমে না উপকার হবে আর না ক্ষতি সেগুলোও প্রকৃত পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ যতক্ষন পর্যন্ত এই ধরনের কথা বলেছে ততক্ষন যিকির ও দরুদ হতে পারে, তিলাওয়াত করতে পারতো। এই উপকারগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়াটা

ক্ষতি নয়তো আর কী? এরপর যখন অনর্থক কথা শুরু হয়ে যায় তো বাড়তে বাড়তে কখনো কখনো মানুষের সমালোচনা গীবতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এজন্য কল্যাণ এটাতেই যে, চুপ থাকা অথবা আল্লাহ পাকের যিকির করবে এবং প্রয়োজন অনুসারে দুনিয়াবী সামান্য কথা যেগুলো জায়েয বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো বলবে, দুনিয়াবী জায়েয কথাও বেশি পরিমাণে বললে অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যায়।

## নিরবতা আখিরাতের চিন্তা থেকে শূণ্য হলে তা উদাসিনতা:

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ইরশাদ মুবারক হলো, যে আলোচনা আল্লাহ পাকের যিকির থেকে শূন্য সেটা অনর্থক (অহেতুক) এবং যে নিরবতা আখিরাতের চিন্তা থেকে শূন্য সেটা উদাসিনতা এবং যে দৃষ্টি শিক্ষা থেকে শূন্য সেটা অনর্থক বেকার। ওই ব্যক্তি বরকতময় যার কথাবার্তায় আল্লাহ পাকের যিকির রয়েছে, যার নিরবতায় চিন্তা চেতনা রয়েছে, যার চোখে শিক্ষা রয়েছে। (ভাষীছল গাফেলীন, পৃ: ১১৫)

## উদাসিনতা কাকে বলে?

হে আশিকানে রাসূল! এই ফরমানে ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মাঝে এটাও রয়েছে যে, যেই নিরবতা আখিরাতের চিন্তা থেকে শূন্য সেটা উদাসিনতা। আসুন! জানি উদাসিনতা কাকে বলে। “আত তারীফাত” এ রয়েছে: الْغَفْلَةُ: مُتَابَعَةُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَشْتَهُيه অর্থাৎ নফসকে কামনা-বাসনার পিছনে লাগিয়ে রাখাকে উদাসিনতা বলা হয়। (আত তারীফাত লিল জুরজানি, পৃ: ১১৬)

উদাসিনদের তিরস্কারের ব্যাপারে কুরআনুল করীমের ৯ম পারার সূরা আরাফের ২০৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً  
وَدُونَ الْحَجَرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْ  
الْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ  
(পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২০৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং  
আপন প্রতিপালককে আপন অন্তরে  
স্মরণ করো সবিনয়ে ও ভয় সহকারে  
এবং মুখ থেকে উচু আওয়াজ ছাড়াই  
বের হবে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায়, এবং  
তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

## আমি তোমাদের মাঝে উদাসিনতার ভয় করছি:

বুখারী শরীফের একটি হাদিসে পাকে এটাও রয়েছে: আল্লাহ পাকের  
শপথ! আমি তোমাদের দরিদ্রতার ভয় করছি না কিন্তু আমার ভয় হলো  
তোমাদের উপর দুনিয়া বিস্তৃত করে দেওয়া হবে, যেমনিভাবে তোমাদের  
পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর বিস্তৃত করে দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তোমরাও  
এই দুনিয়ার জন্য পূর্বের লোকদের মতো পরস্পর মোকাবেলা করবে এবং  
এটা তোমাদেরকে উদাসিনতায় পতিত করবে যেমনিভাবে এটা পূর্ববর্তী  
সম্প্রদায়কে উদাসীন করে দিয়েছিল। (বুখারী, ৪/২২৫-২২৬, হাদিস: ৬৪২৫)

## বরং নামায কাযা হয়ে যাওয়ার কারণে কান্না করছি:

“মুকাশাফাতুল কুলুব”এ হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ আবু আলী দাঙ্কাক  
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: একজন অনেক বড় আল্লাহর ওলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ অসুস্থ  
ছিলেন, আমি তাঁর রোগের সেবায় গেলাম, আশে পাশে ভক্তবৃন্দদের ভীড়  
ছিল, ওই বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কান্না করছিলেন। আমি আরয করলাম, হে  
শায়খ! দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কারণে কান্না করছেন? বললেন, না বরং  
নামায কাযা হয়ে যাওয়ার কারণে কান্না করছি। আমি আরয করলাম,  
হুয়র! আপনার নামায কিভাবে কাযা হয়ে গেল? বললেন, আমি যখনই

সিজদা করেছি উদাসিনতার সাথে করেছি এবং যখন সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করেছি তখন উদাসিনতার সাথে উত্তোলন করেছি। আর এখন উদাসিনতার সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছি, অতঃপর এক হতাশা ব্যঞ্জক হৃদয়গ্রাহী কাব্য পাঠ করলেন, যার অনুবাদ হলো: (১) আমি আমার হাশর, কিয়ামতের দিন এবং কবরে নিজের গালের পড়ে থাকার ব্যাপারে চিন্তা করেছি। (২) আমার প্রাপ্ত এত সম্মান ও উচ্চতার পরেও আমি একাকী পড়ে থাকবো এবং নিজের অপরাধের কারণে পাকড়াও হবো এবং মাটিই আমার বালিশ হবে। (৩) আমি আমার হিসাব দীর্ঘ হওয়া এবং আমলনামা দেওয়ার সময় অপদস্ততার ব্যাপারেও চিন্তা করেছি। (৪) কিন্তু হে আমার সৃষ্টিকর্তা এবং আমার পালনকর্তা! আমি তোমার দয়ার আশা রাখি, তুমিই আমার গুনাহ ক্ষমাকারী। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ২২)

### কান্না করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাতে কী পরিমাণ শিক্ষা রয়েছে! একটু এই আল্লাহ ওয়ালাদের দেখুন, যাদের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ পাকের স্মরণে অতিবাহিত হয় কিন্তু তারপরেও বিনয়-নশ্ততার অবস্থা এমনই যে, নিজের ইবাদত ও রিয়াযতকে কোনো গণ্য করতেন না এবং আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষিতা এবং তাঁর গোপন রহস্যের ব্যাপারে ভয় করে করে কান্না করতে থাকতেন, ওই সমস্ত উদাসীনদের প্রতি শত কোটি আফসোস যে, নেকীর নুনের নুকতা পর্যন্ত যাদের পাল্লায় নেই, একনিষ্ঠতার দূর দূরান্ত পর্যন্ত নাম নিশানা নেই কিন্তু অবস্থা এটাই যে, নিজের ইবাদতের উচ্চ বাচ্চ দাবী করতে ক্লান্ত হয় না, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা গুনাহ থেকে মাহফুয হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ভয়ে থরথর করে কাঁপতেন এবং অশ্রুর ফোটা

প্রবাহিত করতেন কিন্তু উদাসীন বান্দাদের অবস্থা এটাই যে, নির্বিগ্নে গুনাহের ধারাবাহিকতা চালায়, নিজের গুনাহের ব্যাপকভাবে ঘোষণা করে এবং এর উপর স্বজোরে অটুহাসি দিতে একটুও লজ্জা করে না। কান খুলে শুনুন! মুকাশাফাতুল কুলুবে রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: যে হেঁসে হেঁসে গুনাহ করবে সে কান্না করে করে জাহান্নামে যাবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ২৭৫)

گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی!   
 بڑی عادتیں بھی چھڑایا الہی!

গুনাহেঁ সে মুঝকো বাচা ইয়া ইলাহী  
বুরি আদাতেঁ ভি ছুড়া ইয়া ইলাহী

(ওয়াসাইলে বখশিশ, পৃ: ১০০)

## বুয়ুর্গ স্বপ্নে সুসংবাদ দিলেন:

হে আশেকানে রাসূল! উদাসিনতার ঘুম দূর করতে, গুনাহের অভ্যাস ত্যাগ করতে এবং সুন্নাতের উপর আমলের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত শিখা শিখানোর কাফেলায় সফর করুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি ঈমান উজ্জীবীতকারী “মাদানী বাহার”খেদমতে পেশ করছি। সুতরাং ওয়াহাডী পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই দ্বিনি পরিবেশে আসার পূর্বে বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত ছিল। সে শারীরিকভাবে যদিও সুস্থ ছিল তবে ইবাদতের ব্যাপারে খুবই দুর্বল ছিল, যতই যৌবনে পদার্পন করছিল ততই নেকী হতে দূর হতে লাগলো, গুনাহে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলো, গান বাজনা, ফিল্ম ড্রামা, মিথ্যা, গীবত এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহে সময় নষ্ট করতে লাগলো এবং শুধু এটাই নয় বরং তার ডাউন লোডিংয়ের দোকান ছিল, যেটার মাধ্যমে সে স্বয়ং

নিজেতো গুনাহ করতো এবং অন্যের মোবাইলে ফিল্ম ড্রামা, গান বাজনা ডাউন লোড করে তাদের এই গুনাহে शामिल হয়ে যেতো এবং এর জন্য টাকাও নিতো। তার জীবন গুনাহের অন্ধকারে ডুবন্ত ছিল, এমনকি সে নিজেকে নিজে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট মানুষ মনে করতে লাগলো, তবে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতি ছোটবেলা থেকেই তার ভালোবাসা ছিল, যার কারণে সে কোন এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে তিন দিনের কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। কাফেলায় সে অনেক কিছু শিখলো, যার কারণে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতি তার ভালোবাসা আরো বেড়ে গেলো। একদিন যখন সে তার এই ঘরের কারণে পেরেশান ছিল এবং সে এই পেরেশান অবস্থায় যখন ঘুমালো স্বপ্নে দেখলো যে, এক বুয়ুর্গ তাকে বলছেন যে, ছোট ভাইকে নিয়ে ফয়যানে মদীনা (করাচি) চলে আসো। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, এতটুকু শুনতেই তার চোখ খুলে গেলো, এরপর সে ঘরের সদস্যদের এই স্বপ্নের কথা বলল এবং ছোট ভাইকে ফয়যানে মদীনা করাচী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলো, যার কারণে তার ঘরের সদস্যরা রাজি হয়ে গেলো। ফয়যানে মদীনা করাচী পৌঁছে তারা দুইজনে পুরো রমযান মাস ইতিকাফ করলো, **الْحَمْدُ لِلَّهِ** ইতিকাফের বরকতে তারা তাদের সকল মন্দ কাজ থেকে তাওবা করলো এবং মাথায় পাগড়ী শরীফের তাজ সাজানোর পাশাপাশি হুযুর গাউসে আযম **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর মুরীদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেলো।

**হে আশিকানে আউলিয়া!** যৌবনকালে তাওবা করে নেওয়া উচিত এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যাওয়াটা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর ফরমান যৌবনকালে তাওবাকারী আল্লাহ পাকের প্রিয় হয়।

(কিতাবুত তাওবা মায়্যা মাওসুয়াতে ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/৪২২, হাদিস: ১৮৪)

নিজের যৌবন ইবাদতে অতিবাহিতকারীর কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া নসীব হবে। (মুসলিম, পৃ: ৩৯৯, হাদিস: ২৩৮০)

এছাড়া সুফিয়ায়ে কেলাম বলেন, যৌবনকালের ইবাদত বৃদ্ধ বয়সের ইবাদতের চেয়ে উত্তম, ইবাদতের আসল সময় হলো যৌবনকাল।

کرجوانی میں عبادت کا پبلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آگیا کچھ بات بن پڑتی نہیں  
ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہو گا موت جس دم آگئی

কার যাওয়ানি মে ইবাদত কাহেলী আছি নেহি  
যব বুড়হাপা আগেয়া কুছ বাত বন পড়তি নেহি  
হে বুড়াপা ভি গনিমত যব যাওয়ানি হো চুকি  
ইয়ে বুড়হাপা ভি না হোগা মউত জিস দম আগেয়ি।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৬৭)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার আনুগত্যের মধ্যে রাখুন এবং ইবাদতের মধ্যে একনিষ্ঠতা ও স্বাদ দান করুক।  
أَمِينِ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ﷺ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বলা ও চুপ থাকা দুই প্রকার:

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: إِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالثَّقَلُ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالثَّقَلُ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالثَّقَلُ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ  
অর্থাৎ ভালো কথা বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম এবং চুপ থাকা মন্দ কথা বলার চেয়ে উত্তম। (শুয়াবুল ইমান, ৪/২৫৬, হাদিস: ৪৯৯৩)

হযরত আলী বিন উসমান হাজবেরী হানাফী ওরফে দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “কাশফুল মাহজুব”এ বলেন: কালাম তথা কথা দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক কালামে হক (ভালো কথা) এবং দ্বিতীয় হলো কালামে বাতিল (মন্দ ও অহেতুক কথা)। অনুরূপভাবে নিরবতাও দুই ধরনের হয়ে থাকে।

(১) উদ্দেশ্য পূর্ণ নিরবতা (যেমন: আখিরাতের চিন্তা বা শরয়ী হুকুম আহকামের ব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনার জন্য নিরব থাকা)

(২) উদাসিনতা পূর্ণ (অথবা আল্লাহর পানাহ! খারাপ ধারণা বা দুনিয়ার অহেতুক ধ্যান-ধারণায় ভরপুর) নিরবতা। প্রত্যেক ব্যক্তির নিরব অবস্থায় খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নেওয়া উচিত যে, যদি তার বলাটা হক (ভালো) হয় তবে এখন বলাটা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম আর তার বলাটা বাতিল (অর্থাৎ মন্দ বা অহেতুক) হয় তবে এমন পরিস্থিতিতে তার নিরবতাটা তার বলার চেয়ে উত্তম। হযুর দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কথা হক ও বাতিল হওয়ার ব্যাপারে বুঝানোর জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার বাগদাদ শরীফের একটি মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এক ব্যক্তিকে কথা বলতে শুনলেন, সে বলছে: السُّؤْتُ خَيْرٌ مِنَ الْكَلَامِ অর্থাৎ নিরবতা বলার চেয়ে উত্তম। তিনি তাকে বললেন যেহেতু সব সময় নিরবতা ভালো নয়, সুতরাং তোমার এই বাক্য বলার চেয়ে তোমার নিরব থাকা ভালো এবং আমার বলাটা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ৪০২)

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

## জিহ্বা অনিয়ন্ত্রণকারীর উপর শয়তান বিজয়ী হয়:

বেশি “বক বক” কারীর উপর শয়তান বিজয়ী হয় কারণ যখন ব্যক্তি বেশি কথা বলে তখন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আর হতে পারে যে, শয়তান তার মাধ্যমে গুনাহ করাতে সফল হয়ে যাবে। অবশ্য যে চুপ থাকার অভ্যস্ত সে শয়তানের উপর বিজয়ী হয়। হযরত আবু সাঈদ খুদুরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছে আরয় করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। সারকারে দো আলাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের তাকওয়াকে আবশ্যিক করে নাও, এটা সকল কল্যাণের মূল। আর জিহাদকে আবশ্যিক করে নাও যে, এটা মুসলমানের জন্য নির্জনতা। আর আল্লাহ পাকের যিকির ও তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কুরআনের পাবন্দি করে নাও যে, এটা তোমার জন্য যমীনে নূর এবং আসমানে তোমার আলোচনার উপলক্ষ্য হবে। আর ভালো কথা ছাড়া নিজের মুখকে হেফায়ত করো যে, এর বদৌলতে তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী হবে। (মুজামু সগীর, ২/৬৬)

## শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার:

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ “ইহইয়াউল উলুম”এ বলেন: মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য জিহ্বা শয়তানের বড় হাতিয়ার। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৩৩)

## সিদ্দিকে আকবর মুখে পাথর রেখে দিতেন:

মুসলমানদের প্রথম খলিফা আশিকে আকবর, হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কতয়ী (অকাট্য) জান্নাতি হওয়া সত্ত্বেও জিহ্বার ব্যাপারে

খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। “ইহইয়াউল উলুম”এ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ নিজের মুখ মুবারকে পাথর রেখে দিতেন যাতে কথা বলার সুযোগই না থাকে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৩৭)

## চল্লিশ বছর যাবৎ চুপ থাকার অনুশীলন: (ঘটনা):

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনারা আসলেই চুপ থাকার অভ্যাস গড়তে চান তবে এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে (SERIOUS) নিতে হবে এবং চুপ থাকার খুব অনুশীলন করতে হবে অর্থাৎ (PRACTICE) করতে হবে। অন্যথায় সামান্য প্রচেষ্টায় চুপ থাকার অভ্যাস গড়া কঠিন। জিহ্বার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ধ্বংসলীলা থেকে ভয় করে চুপ থাকার ভরপুর অভ্যাস তৈরি করুন, إِنْ شَاءَ اللهُ সফলতা আপনার পদ চুম্বন করবে। আসুন! এক প্রচেষ্টাকারী অটলতার ঘটনা শুনি। হযরত আরতাহ বিন মুনজির رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত চুপ থাকার এই ভাবে “অনুশীলন” (PRACTICE) করতে থাকেন যে, নিজের মুখে পাথর রেখে দিতেন। এমনকি (নামায ও যিকির আযকার বা) পানাহার বা ঘুমানো ব্যতীত ওই পাথর মুখ থেকে বের করতেন না।

(আস সামতু মায়া মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/২৫৬, বানী নম্বর: ৪৩৮)

## কথা লিখে সেটা যাচাইকারী তাবেঈ বুয়র্গ:

তাবেঈ বুয়র্গ হযরত সাযিয়দুনা রবিঈ বিন খুসাইম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ২০ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথা মুখ দিয়ে বলেননি। যখন সকাল হতো তখন কলম ও দোয়াত অর্থাৎ (INKPOT) এবং কাগজ নিয়ে নিতেন এবং সারাদিন যা বলতেন তা লিখে নিতেন এবং সন্ধ্যায় নিজের হিসাব নিতেন

অর্থাৎ নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতেন। অর্থাৎ ওই লিখিত অনুসারে নিজের কথার যাচাই করতেন। (ইহয়াউল উলুম, ৩/১৩৭, ইহয়াউল উলুম, (উর্দু)৩/৩৩৯)

## কথা বলার যাচাইয়ের পদ্ধতি:

নিজের কথা বলার যাচাই করার পদ্ধতি হলো এটাই যে, নিজের প্রত্যেকটি কথার উপর চিন্তা করে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করুন। যেমন: জিহ্বা না নাড়িয়ে মনে মনে নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করুন যে, অমুক কথা তুমি কেন বলেছো? ওই জায়গা কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল? অমুক কথাটি এতটুকু শব্দে শেষ করা যেতো কিন্তু সেখানে অমুক অমুক শব্দ অতিরিক্ত কেন বলেছো? অমুকের সাথে কথা বলতে গিয়ে বুঝে যাওয়ার পর কী? জ্বি? কী বললে? ইত্যাদি কেন বলেছিলে? সামনে থাকা লোককে নিজের কথা পুনরাবৃত্তির কষ্ট কেন দিয়েছিলে? অমুককে তুমি যে বাক্য বলেছিলে সেটা মনে কষ্টদায়ক ছিল, তুমি না হক তার মনে কষ্ট দিয়েছো, চলো এখন তাওবা করে নাও এবং ইসলামী ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমাও চেয়ে নাও। অমুক বৈঠক অর্থাৎ (GATHERING) এ কেনো গিয়েছিলে, অথচ জানো যে, সেখানে অহেতুক কথাবার্তা হয় এবং অমুক অমুক কথায় তুমি হ্যাঁ তে কেনো হ্যাঁ মিলিয়েছো? সেখানে তোমাকে গীবতও শুনতে হয়েছে এমনকি তুমি গীবত শুনতে মজাও নিয়েছো, চলো পাকাপোক্ত তাওবা এবং এই ধরনের বৈঠক (GATHERING) থেকে দূরে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো। এমনিভাবে বিবেকবান ব্যক্তি নিজের কথা বরং প্রতিদিনের সকল কার্যকলাপের যাচাই করতে পারে। এইভাবে গুনাহ, অসর্তকতা, নিজের কতিপয় দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপরিপক্বতা সামনে আসতে পারে এবং সংশোধনের সরঞ্জাম হতে পারে। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি

পরিবেশে নিজের হিসাব নেওয়াকে আমল যাচাই বলে এবং দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ মিনিট আমল করা এবং এই সময় নেক আমলের পুস্তিকার ঘর পূরণ করার মানসিকতা দেওয়া হয়।

میری فضول گوئی کی عادت نکال دو

ذکر و رُود هر گهڑی و رُود زباں رہے

যিকর ও দুর্লদ হার ঘটি ওয়িরদে যবাঁ রহে  
মেরি ফুজুল গোয়ি কি আদত নিকাল দো

(ওয়াসাইলে বখশিস, পৃ: ৩০৫)

## আমলের যাচাই:

সকল আশেকানের রাসূলের উচিত যে, প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ মিনিট নিজের সারাদিনের আমল “যাচাই” করা এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা “নেক আমল” এ প্রদত্ত ঘর পূরণ করা, এবং প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখ নিজের দাওয়াতে ইসলামীর “আমল যাচাই বিভাগ” যিম্মাদারকে জমা করানো। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** উত্তম চরিত্র এবং তাকওয়ার অটেল ধনভান্ডার হাতে আসবে এবং ইশকে রাসূলের পরিপূর্ণ পেয়ালা নসীব হবে।

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

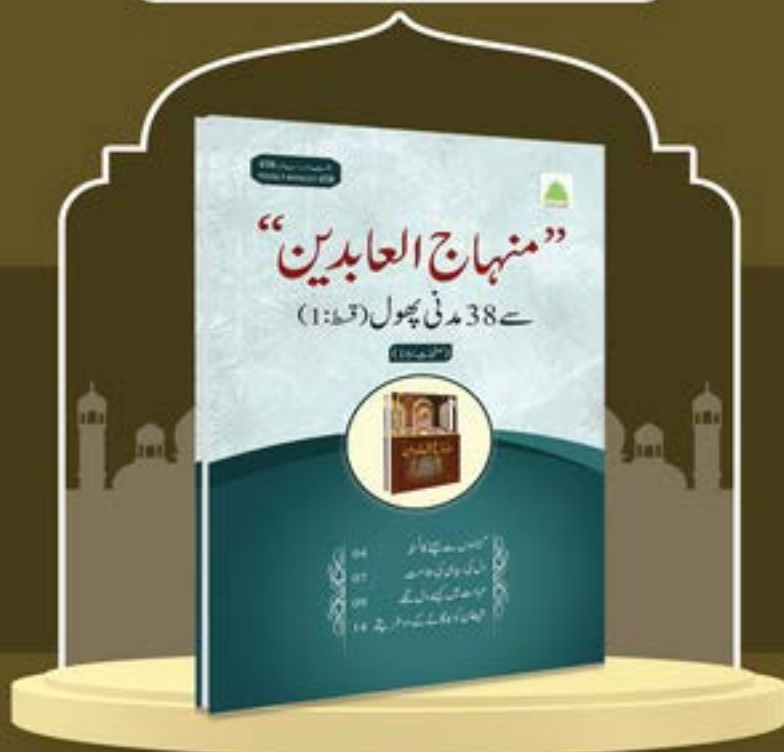


صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

## সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া:	১
অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়া কাজে এসে গেলো:	১
আল্লাহ পাকের নিকট অনর্থক কথা অপছন্দনীয়:	৩
আয়াতে মুবারাকার তাফসীর:	৩
অনর্থক কথা থেকে বাঁচার উৎসাহ:	৪
মুক্তি কী?	৪
জিহ্বাকে হিফায়ত করার প্রয়োজন এবং এর উপকার ও ক্ষতি:	৫
খেজুরের থাল (ঘটনা)	৫
লোকেরা কখনো যেন তোমার দাত ভেঙ্গে না দেয়:	৫
এক অনর্থক প্রশ্নের অনন্য শাস্তি (ঘটনা):	৬
জাহান্নামের আযাব কেউ সহ্য করতে পারবে না:	৬
ভারী আমল:	৭
মানুষের সৌন্দর্য কী?	৭
আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নসীহত:	৭
দোয়ায় মুস্তাফা:	৮
আল্লাহ পাকের দয়ার দৃষ্টি ফিরে যাওয়ার আলামত:	৮
অহেতুক আলাপকারীর গুনাহ সবচেয়ে বেশি:	৮
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফার উত্তম আলোচনা:	৯
যাকাত দাতার জন্য দোয়া:	৯
নবীর সাহাবীর সাথে ইমাম আবু হানিফার সাক্ষাত:	১০
অনর্থক কথা কাকে বলে?	১০
নিরবতা আখিরাতের চিন্তা থেকে শূণ্য হলে তা উদাসিনতা:	১১
উদাসিনতা কাকে বলে?	১১
আমি তোমাদের মাঝে উদাসিনতার ভয় করছি:	১২
বরণ নামায কাযা হয়ে যাওয়ার কারণে কান্না করছি:	১২
কান্না করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে:	১৩
বুয়ুর্গ স্বপ্নে সুসংবাদ দিলেন:	১৪
বলা ও চূপ থাকা দুই প্রকার:	১৬
জিহ্বা অনিয়ন্ত্রণকারীর উপর শয়তান বিজয়ী হয়:	১৮
শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার:	১৮
সিদ্ধিকে আকবর মুখে পাথর রেখে দিতেন:	১৮
চল্লিশ বছর যাবৎ চূপ থাকার অনুশীলন: (ঘটনা):	১৯
কথা লিখে সেটা যাচাইকারী তাবেঈ বুয়ুর্গ:	১৯
কথা বলার যাচাইয়ের পদ্ধতি:	২০
আমলের যাচাই:	২১

# আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিন্দ্যা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়োদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিন্দ্যা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপাড়া, মাজার রোড, চকলাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net